# ব্লু-ইকোনমির উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মপরিকল্পনা/ধারণাপত্র

প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্র সীমা নির্ধারণের বিষয়টি সুরাহা হওয়ায় বাংলাদেশ একলাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের টেরিটোরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সবধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে পেরেছে। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের সাথে বাংলাদেশের মোট সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য ৭১০ কিঃমিঃ। এ বিশাল সমুদ্র সৈকত ও সমুদ্র মহীসোপান প্রাকৃতিক আধার। সমুদ্র সম্পদ আহরনের পাশাপাশি এ এলাকায় নতুন ভূমি সৃজন ও উন্নয়নের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এসব বিবেচনায় ব্লু-ইকোনমি বাংলাদেশের সামনে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। ব্লু-ইকোনমির উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

**সমুদ্রের কাছাকাছি/নিকট দুরত্বে জেগে উঠা চরসমুহের ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে একত্রীকরণঃ**

- নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনীর দক্ষিণাঞ্চলে ২ টি ক্রসড্যাম (নোয়াখালী ক্রস ড্যাম-১ ও ২) ও ১টি ক্লোজার (মুহুরি ক্লোজার) নির্মাণের মাধ্যমে মেঘনার মোহনা হতে প্রায় ১০০০ বর্গকিঃমিঃ ভূমি সমুদ্র হতে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
- মেঘনার মোহনা হতে ভূমি পুনরুদ্ধার এর লক্ষ্যে (ক) ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প (LRP) (১৯৭৮-১৯৯১) (খ) মেঘনা এস্টুয়ারি স্টাডি (MES) (১৯৯৫-২০০০) (গ) এস্টুয়ারি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EDP) (২০০৭-২০১১) এর আওতায় পরিচালিত জরীপ ও সমীক্ষার ভিত্তিতে ১৯ টি ক্রসড্যাম নির্মাণের স্থান চিহ্নিত করা হয়।
- এস্টুয়ারি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় ভোলা জেলার দক্ষিনে চর ইসলাম – চর মনতাজ ক্রসড্যাম এবং চর মাইনকা - চর ইসলাম দুটি ক্রসড্যামের নকশা চুড়ান্ত করা হয়। তন্মধ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে চর ইসলাম – চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং চর মাইনকা - চর ইসলাম এর মধ্যবর্তী চ্যানেলটি প্রাকৃতিকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে যার ফলে আরো প্রায় ৪ বর্গকিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়।
- সন্দ্বীপ-উড়িরচর নোয়াখালী এলাকায় CDSP প্রকল্পের অর্থায়নে IWM কর্তৃক একটি সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। সমীক্ষায় ৪টি ক্রসড্যাম এর স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। ক্রসড্যামসমূহ- ১) উড়িরচর-নোয়াখালী, ২) নোয়াখালী-জাহাজের চর, ৩) জাহাজের চর - সন্দ্বীপ, ৪) সন্দ্বীপ-উড়িরচর। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে "১ম পর্যায়ে উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্মাণের পর উহার Sustainability পর্যবেক্ষণ করে ২য় পর্যায়ে সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"।

**চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট (সিডিএসপি) (১-৪ পর্যায়)**

- **সিডিএসপি (১-৪ পর্যায়)ঃ** বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় এলাকার ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে সিডিএসপি-১ প্রকল্প ১৯৯৪ সালে শুরু হয় এবং ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হয়। সিডিএসপি-১ প্রকল্পের সাফল্যের প্রেক্ষিতে সিডিএসপি-২, সিডিএসপি-৩ ও সিডিএসপি-৪ প্রকল্প যথাক্রমে অক্টোবর ১৯৯৯ খ্রিঃ হতে জুন ২০০৫ পর্যন্ত; জুলাই ২০০৫ হতে ফেব্রুয়ারী ২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং জানুয়ারী ২০১১ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়।

- **সিডিএসপি-ব্রীজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ)ঃ** সিডিএসপি (১-৪ পর্যায়) এর সাফ্যলের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে সিডিএসপি - ব্রীজিং প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি গত ২১-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় । প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নতুনভাবে জেগে ওঠা উপকূলীয় চর অঞ্চলে বসবাসরত অতি দরিদ্র মানুষের দারিদ্র দূরীকরণ, উন্নত ও অধিকতর নিরাপদ জীবনমান নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং দরিদ্র জনগণের ভুমিতে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা বিধান করা।

❖ **সিডিএসপি-৫০ঃ** বাস্তবায়িত সিডিএসপি-৪ এর অধীন নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলা ভিত্তিক "Feasibility study of cluster of chars", মেঘনা নদীর মোহনায় ঢাল চর, চর কলাতলী ও চর মোজাম্মেল ভিত্তিক এবং "Food Security" বিষয়ক তিনটি সমীক্ষা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সিডিএসপি-ব্রীজিং- প্রকল্পের বাজেটের আওতায় Hydromorphological study পরিচালনা করা হচ্ছে। সিডিএসপি প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকা বজায় রাখার স্বার্থে উক্ত স্টাডি সমূহের আলোকে অর্থ সংস্থান সাপেক্ষে বৃহৎ পরিসরে সিডিএসপি-৫ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

০৯/০৯/২০২১
(মোঃ শাহিনুল ইসলাম)
নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিঃ দায়িত্ব)
ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন সেল
বাপাউবো, ঢাকা।

০৯/০৯/২১
(সাঈদ আহম্মদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
ও
পরিচালক, পিএমইউ-ইএসপিপি
বাপাউবো, ঢাকা।